# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

## জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – ফেব্রুয়ারি ২০০৭/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার আলোচনায় নেতৃত্বদানকারী পাঁচ কূটনীতিকের নাম ঘোষণা
* নেপালে সব পক্ষকে অবশ্যই এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করতে হবে- প্রধান জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মকর্তা
* শান্তি বিনির্মাণ কমিশন রাষ্ট্রসমূহকে পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে-জাতিসংঘ কর্মকর্তা
* নতুন উপ-মহাসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ: একীভূত জাতিসংঘের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার
* সামাজিকভাবে সচেতন পর্যটকদের জন্য ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক

### নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার আলোচনায় নেতৃত্বদানকারী পাঁচ কূটনীতিকের নাম ঘোষণা

৮ ফেব্রুয়ারি- ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ পরিষদ সভাপতি শেইখা হায়া আল খলিফার আজ বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্বকারী পাঁচজন রাষ্ট্রদুতকে নিয়োগ করেন।

আলোচনার প্রধান পাঁচটি বিষয়ে- সদস্যপদ, ভেটো ক্ষমতা, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, একটি সম্প্রসারিত নিরাপত্তা পরিষদের আকার এবং নিরাপত্তা পরিষদের কর্মপদ্ধতি ও সাধারণ পরিষদের সাথে এর সম্পর্ক-নেতৃত্ব দেবেন যথাক্রমে তিউনিসিয়ার আলী হাসানি, সাইপ্রাসের অ্যানড্রেস ডি ম্যাভরইয়ানিস, ক্রোয়েশিয়ার মিরজানা মল্যার্ডিনিউ, চিলির হেরাল্ডো মুনোজ এবং নেদারল্যান্ডের ফ্রাঙ্ক মেজোর।

এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এই সহায়তাকারীদের নাম ঘোষণার সময় পরিষদ সভাপতি বলেন, সহায়তাদানের প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতা ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সমস্ত সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন থাকা উচিত এবং একই সময় সদস্যদের মধ্যে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে তার ওপর জোর দেয়া উচিত।

শেইখা হায়া সহায়তাদানকারীদের সব সদস্য রাষ্ট্রের সাথে খোলামেলা, নিবিড় ও স্বচ্ছতার সাথে আলোচনা করতে বলেন। সহায়তাদানকারীরা মার্চের শেষ নাগাদ তার কাছে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করবেন। এরপর তাদের দেয়া তথ্য সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে পেশ করা হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রক্রিয়া এর স্পর্শকাতর রাজনৈতিক প্রকৃতির কারণে গত ১৫ বছর যাবৎ আটকে আছে।

শেইখা হায়া বলেন, এসব আলোচনা একটি প্রক্রিয়ার শুরু। তিনি আরো বলেন, যদিও পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে তথাপি নিরাপত্তা পরিষদ পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে আলোচকবৃন্দ যদি অন্য কোন বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করেন তাহলে তারা তা উথাপন করতে পারেন। আমি সব সদস্য রাষ্ট্রের মতামতকেই খোলা মনে গ্রহণ করব।

১৯৬৫ সাল থেকে কার্যকর হওয়া জাতিসংঘ সনদের সংশোধনীর কারণে অস্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা ৬ থেকে ১০ এ উন্নীত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে পাঁচজন ভেটো ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থায়ী সদস্য রয়েছেন –চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র-তারা অপরিবর্তিতই থেকে যান।

২০০৫ সালের মার্চে প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান তার 'বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে" শীর্ষক প্রতিবেদনে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের দু'টি সম্ভাব্য নীলনকশা পেশ করেন। প্রথমটি হল আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে দুটি করে এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে একটি করে মোট ছয়টি নতুন সদস্যপদ সৃষ্টি করা এবং তাদের কোন ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কোন নতুন স্থায়ী সদস্যের কথা বলা হয়নি বরং আটটি সদস্যপদের কথা বলা হয়েছে, যার মেয়াদ চার বছর পর পর নবায়নযোগ্য হবে এবং একটি দুবছর মেয়াদী অস্থায়ী ও অনবায়নযোগ্য সদস্যপদ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান গুরুত্বপুর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে এসব সদস্যপদ বণ্টন করা হবে।

শেইখা হায়া জোর দিয়ে বলেন, জাতিসংঘকে আরো প্রতিনিধিত্বশীল, দক্ষ ও স্বচ্ছ করতে এবং এর সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা ও বৈধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ সংস্কারের সামগ্রিক প্রচেষ্টার অপরিহার্য অংশ হল নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার।

## নেপালে সব পক্ষকে অবশ্যই এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করতে হবে- প্রধান জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মকর্তা

৭ ফেব্রুয়ারি-নেপালের দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলীয় তেরাই অঞ্চলের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের উচ্চপদস্ত মানবাধিকার কর্মকর্তা বলেন, "এ সংঘাতের অবসান সব পক্ষের জন্যই"অপরিহার্য"। এ সংঘাতে কমপক্ষে ২৩ ব্যক্তি নিহত, অসংখ্য মানুষ আহত ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবার বলেন, তেরাইয়ে ঘটনা পর্যবেক্ষণকারী আমাদের মানবাধিকার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সেখানে প্রতিবাদকারীরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে এবং নেপালের সশস্ত্র বাহিনী ও নেপাল পুলিশ অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করছে। গতমাসে জনাব লুইস আরবার হিমালয়ের পাদদেশের এই দরিদ্র দেশটিতে তার পাঁচদিনের সফর সমাপ্ত করেন। গত নভেম্বরে দেশটিতে কয়েক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তিনি বলেন , নেপালে আমার বর্তমান সফরের সময় ২০০৬ সালের এপ্রিলের পর থেকে সেখানে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি সেখানে পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটেছে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। সংঘাত বন্ধে এবং বৈষম্য ও প্রতিনিধিত্বের সমস্যা সমাধানে সবপক্ষেরই সম্ভব সবকিছুই করা উচিত।

মিজ আরবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিক্ষোভের আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কেবল শান্তিপুর্ণ পন্থায় প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানান। চিকিৎসক, মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্যদের জরুরি কাজে কোনরূপ বাধাপ্রদান না করার জন্যও তিনি সবপক্ষের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন, মানবাধিকার রক্ষা কমী ও সাংবাদিকদের কাজে কোনরূপ বাধা প্রদান না করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রতিবাদকারী নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা উচিত। চিকিৎসা কমীরাও যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা উচিত।

যেকোন পরিস্থিতিতে যেকোন স্থানে সব জাতিসংঘ কমী যাতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হাই কমিশনার আন্দোলনের নেতা ও এর অনুসারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

মিজ আরবার সকল বাদ পড়ে যাওয়া গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগদানের আহবান জানান। তারা বলেন, এটা নেপালে রাজনৈতিক পালাবদলের জন্য অপরিহার্য। ২১শে নভেম্বরে নেপাল সরকার ও নেপালের কম্যুনিষ্ট দল (মাওবাদী) গত ১০ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৫০০০ মানুষ নিহত এবং ১০০০০০ মানুষ গৃহহীন হয়।

তিনি বলেন, এ গুরুত্বপুর্ণ সময়ে বৈষম্যের অবসান ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের সকল পর্যায়ে বাদ পড়ে যাওয়া গোষ্ঠীগুলোর সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা নেপালের রাজনৈতিক পালাবদলের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

তেরাইয়ের বর্তমান পরিস্থিতির অবসানে সব পক্ষকে সম্পৃক্ত করে সংলাপ শুরুর সাম্প্রতিক উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন সংলাপে অগ্রগতি অর্জনের সাথে সাথে এ সংঘাতেরও অবসান ঘটবে।

গত সপ্তাহে বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডাবি-উ.এফ.পি) তেরাইয়ের সব পক্ষের প্রতি খাদ্যবহনকারী যানবাহনকে নিরাপদে চলাচলের

সুযোগদানের জন্য আবেদন জানায়। সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়ে বলে, পরিবহন ধর্মঘট ও সহিংসতার ফলে ত্রাণ বিতরন ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর ফলে শিশুসহ হাজার হাজার মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে।

## শান্তি বিনির্মাণ কমিশন রাষ্ট্রসমুহকে পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে-জাতিসংঘ কর্মকতা

৬ ফেব্রুয়ারি-দারিদ্র্য ও সুশাসনের অভাবের মত অস্থিতিশীল উপাদানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলো জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারে। জাতিসংঘ কর্মকর্তারা আজ একথা জানান।

সাধারণ পরিষদ সভাপতি শেইখা হায়া রাশিদ আল খালিফা বলেন, শান্তি বিনির্মাণ কমিশন ইতিমধ্যেই বুরুন্ডি ও সিয়েরালিয়নে এর কাজ শুরু করেছে। এ দুটি দেশ জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধ থেকে উত্তোরণ লাভ করেছে।

তিনি বলেন, সমন্বিত ও টেকসই শান্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সামর্থ্য পুনর্নিমাণের প্রচেষ্টায় এসব দেশের জনগণকে সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনই বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, দারিদ্য, দুর্বল রাষ্ট্রীয় সামর্থ্য ও অস্থিতিশীলতার মধ্যকার সর্ম্পককে চিহ্নিত করতে জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমুহকে অবশ্যই সাহায্য করবে। এ ধরনের সর্ম্পকের কারণেই বিভিন্ন দেশ পুনরায় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাসহ শান্তি বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন কাজে শান্তি বিনির্মাণ কমিশন গুরত্বপুর্ণ সমন্বয়কারীর ভুমিকা পালন করতে পারে।

তিনি শান্তি বিনির্মাণ তহবিলের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এ পর্যন্ত এ তহবিল ১৪ কোটি ডলার সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তিনি ২৫ কোটি ডলার তহবিল লাভের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সব রাষ্ট্রকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

শেইখা হায়া বলেন, আমি বেশ কিছু সম্ভাব্য দাতাকে শান্তিবিনির্মাণ কমিশনে অবদান রাখতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে লিখব, যাতে তহবিলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।

সাধারণ পরিষদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভাপতি দালিউস সিকোলিস বলেন, শান্তিবিনির্মাণ কমিশন দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার বিষয়ক সঠিক নীতিমালার বাস্তবায়নে জাতিসংঘকে আরো বেশি সক্ষম করবে। সাধারণ পরিষদে ২০জনেরও বেশি বক্তা তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

জনাব সিকোলিস বলেন, মানব উন্নয়ন সুচকের সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকা ১০টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশেই ১৯৯০ সালের পর থেকে কোন না কোন সময়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, এসব দেশ জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

তবে তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়নের পথে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গিনিবিসাউ ও বুরুন্ডির মত দেশগুলোকে সাহায্য করতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইকোসোক- এর সদস্যদের মাধ্যমে ও সমষ্টিগতভাবে শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে।

২০০৫সালের ডিসেম্বরে শান্তিবিনির্মাণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম এর কাজ নিয়ে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হল।

## নতুন উপ-মহাসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ: একীভূত জাতিসংঘের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার

৫ ফেব্রুয়ারি-তাঞ্জানিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আশা রোজ মিগিরো জাতিসংঘের উপ মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জাতিসংঘকে এগিয়ে নেয়ার সাথে সাথে এর ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের কাজে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেন।

৫০ বছর বয়সী মিজ মিগিরো বলেন, আরো একীভূত একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সব কিছু করব। সংক্ষিপ্ত শপথ অনুষ্ঠানের পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

গত মাসের প্রথম দিকে মিজ মিগিরে কে নিয়োগদানের সময় জনাব বান বলেন, সুস্পষ্ট এক্তিয়ারের অধীনে তিনি অধিকাংশ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তার কাছে হস্তান্তর করবেন যাতে সচিবালয়ের কাজকর্ম আরো কার্যকর ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে পারে। মহাসচিব মিজ মিগিরোর প্রতি তার আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, তার ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে তিনি এ সংস্থায় নেতৃত্বের গুণাবলিও নিয়ে আসবেন। মিজ মিগিরোর সাথে পূর্বে মহাসচিবের বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে যখন তারা নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মিজ মিগিরো জোর দিয়ে বলেন, তিউনিশিয়ার সরকারের দু'টি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে তার অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তার কাজ তাকে নতুন চাকুরির চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সাহায্য করবে। একটি দল হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং কাজের প্রতি নিবেদিত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন মহাসচিব কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারসমূহকে সমর্থনদানে আমি পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে, জাতিসংঘের কাজের শক্তি বৃদ্ধি, সদস্যরাষ্ট্র ও সচিবালয়ের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি, এবং সংস্থার কর্ম সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা যাতে এর সদস্যরা একে যে ম্যান্ডেট দিয়েছে তা সংস্থাটি পূরণ করতে সক্ষম হয়।

আমি আনন্দ, উৎসাহ ও গভীর বিনয়ের সাথে আমার ভবিষ্যৎ দায়দায়িত্ব পালনের অপেক্ষায় রয়েছে। সর্বোপরি মহাসচিবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমি তার সাথে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি।

## সামাজিকভাবে সচেতন পর্যটকদের জন্য ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক

২ ফেব্রুয়ারি- সামাজিকভাবে সচেতন পর্যটকেরা নৈতিক পর্যটন বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের জন্য এখন থেকে নিরাপদ ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন। টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও সারা বিশ্বের দরিদ্র সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউএনডাবি-উটিও) এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার অধীনে তারা তা করতে পারবেন।

ইউএনডাবি-উটিও এবং ওয়াইজাকি এর মধ্যকার গতকাল সম্পাদিত চুক্তির ব্যাপারে ইউএনডাবি-উটিও এর সহকারী মহাসচিব জিওফ্রে লিপম্যান বলেন, ইউএনডাবি-উটিও এর আন্তর্জাতিক নৈতিক বিধির বাস্তবায়নে নতুন প্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণের এটাই উপযুক্ত সময়। 'ইউ টুরিস্টকে' একটি অনন্য ইন্টারনেট পর্যটন সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যটক সনাক্তকরণ ও সত্যতা যাচাই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত করাই হল এ চুক্তির উদ্দেশ্য।

তিনি এ নৈতিক বিধি সম্পর্কে আরো বলেন, সামাজিক নেটওয়ার্কের বিস্তার দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটনের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ ধরনের পর্যটনকে আমরা উৎসাহিত করে থাকি। পর্যটন যেসব সম্পদের ওপর নির্ভরশীল সেগুলোকে রক্ষা ও এর মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে লাভবান হবার জন্য এই নৈতিক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অভাবের মত সামাজিক সমস্যাগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে নিরসনের জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়।

ডাবি-উটিও, সরকার, ভ্রমণের স্থান, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, পর্যটন কর্মী, ডেভেলপার ও পর্যটকদের নিজেদের জন্য এইসব নির্দেশনামুলক নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ওয়াইজাকি ডিজিটাল আইডেনটিফিকেশন ও মাইক্রোসফট কার্ডস্পেস টেকনোলজির ওপর ভিত্তি করে, এ নতুন ব্যবস্থায় পর্যটকেরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হতে পারে।

‘ইউ টুরিস্ট’ ছবি, ভিডিও ও মতামত আদানপ্রদানকে উৎসাহিত করে এবং সমগ্র পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে যুক্ত স্থানীয় সম্প্রদায় ও ট্রাভেল কোম্পানিগুলোর জন্য যোগাযোগের বিশেষে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

‘পর্যটন শিল্পের জন্য বিশ্বস্ত সামাজিক নেটওয়ার্কের’ মত প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে। ডিজিটাল আইডেনটিফিকেশন নিরাপদ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হবে।

‘পর্যটন শিল্পের জন্য বিশ্বস্ত সামাজিক নেটওয়ার্ক’ আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তির কাঠামোর সাথে যুক্ত হয়ে সংস্থার ই-টুরিজ্যম সার্ভিস প্রদান করবে। এটি অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোকে ‘সিঙ্গাল সাইন অন’ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক ‘ই-ট্যুরিজম পোর্টালের’ অধীনে একতাবন্ধ করে।

এই নতুন প্রকল্প ইউএনডাবি-উটিও এবং মাইক্রোসফটের মধ্যে গতবছর স্বাক্ষরিত সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষত আফ্রিকায় পর্যটন শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য এ নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে মাত্র ৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যটক আফ্রিকা ভ্রমণ করেন।

** ** **